JAN 04 2001

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ .... কলাম ..৬......

বোর্ডের বই এখনই ফুটপাতে

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষা বছরের শুরুতে নূতন বই পাওয়ার আনন্দই আলাদা। বাবা-মায়ের হাত ধরিয়া রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডের নূতন বই কিনিয়া আনিয়া পরম মমতায় বইয়ের কভারে মলাট লাগানোর স্মৃতি বড়ই মধুর। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরিয়া স্কুলের কোমলমতি ছাত্র–ছাত্রীরা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বছরের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাইতেছে ঠিকই। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের মানসিক কষ্টের চিত্রটি খুবই করুণ। বছরের শুরুতে নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের নূতন বই সংগ্রহ করিবে ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। চলতি বছরের ঘটনাই ধরা যাক। শিক্ষা বছর শুরু হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বলিতেছে প্রাথমিক শাখার বিনামূল্যের বই স্কুলে স্কুলে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু অভিভাবক ও শিক্ষকমন্ডলী বলিতেছেন এখনও নূতন বই পাওয়া যায় নাই। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শাখার বইয়ের ক্ষেত্রে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(প্রথম পৃঃ পর)

কর্মকর্তারা বিগত বছরগুলির দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া বলিতেছেন কোন বছরই তো জানুয়ারী মাসে ছাত্র-ছাত্রীরা নূতন বই পায় না। কাজেই এখনই এ ব্যাপারে কোন সমালোচনা করা ঠিক নয়। কিন্তু অভিভাবকসহ কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, শিক্ষা বছর যদি শুরু হয় জানুয়ারী মাস হইতে তাহা হইলে জানুয়ারীর প্রথম দিন হইতেই বাজারে পর্যাপ্ত বই থাকা জরুরী। অথচ ছাত্র–ছাত্রীরা এই সুযোগ পাইতেছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে বলা হইতেছে প্রাথমিক শাখার পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে কোন সংকট নাই। গত বছরের বাফার স্টক করা পৌনে ২ কোটি বই ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় পাঠান হইয়াছে। চলতি সপ্তাহেই প্রাথমিক শাখার অবশিষ্ট নূতন বই সংশ্লিষ্ট স্কুলে প্রেরণ করা হইবে। চলতি বছর প্রাথমিক শাখার বিভিন্ন বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হইয়াছে। বাফার স্টক করা পুরাতন বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্থান পায় নাই। যাহারা এই বই পাইবে তাহাদের জন্য 'ডিউপার্ট' কাগজে নূতন সংযোজন পাঠান হইবে। অর্থাৎ যাহারা পুরাতন বই পাইবে তাহাদেরকে ডিউপার্ট সরবরাহ করা হইবে। নূতন বইয়ের ক্ষেত্রে এই ঝামেলা থাকিবে না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড স্বীকার না করিলেও মাধ্যমিক শাখার নূতন বইয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা এখনও দূর হয় নাই। একটি নূতন প্রকাশনা সংস্থা মাধ্যমিক শাখার বই মুদ্রণের দায়িত্ব পাইয়াছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মাধ্যমিক শাখার সকল বই মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করার কথা থাকিলেও অদ্যাবধি এই ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয় নাই। তবে গত মঙ্গলবার সংসদীয় কমিটির সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, চলতি মাসেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নূতন বই পৌঁছাইবে।

গতকাল নগরীর কয়েকটি স্কুলে খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে এখনও নূতন বই পৌঁছায় নাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান শিক্ষক বলিলেন, পাঠ্যবই খুবই সেনসেটিভ বিষয়। অথচ প্রতিবছরই নূতন বই নিয়া কমবেশী সংকট হইতেছে। ইহার জন্য লাভবান হইতেছে একশ্রেণীর বিক্রেতা। যাহাদের কাজই হইল বছরের শুরুতে নূতন বইয়ের কৃত্রিম সংকটের কথা প্রচার করিয়া পুরাতন বই বিক্রয় করা।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যবই নগরীর অধিকাংশ স্কুলে এখনও পৌঁছায় নাই। তবে সদরঘাট ও নিউমার্কেটের ফুটপাতে বিনামূল্যের বই গতকাল বিক্রয় করিতে দেখা গিয়াছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, বোর্ডের পাঠ্যবইকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট জটিলতার অবসান হওয়া জরুরী। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিনামূল্যের বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হইলেও গত বছর টেন্ডারের জটিলতার কারণে বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দেয় নাই। চলতি বছরও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই।